JUN. 1 8 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১৬ ... কলাম ... ৩ ...

পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজ দন্ত চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম বেসরকারী উদ্যোগ

১৯৯৫ সালে শুরু হয়ে পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজ চার বছরের মধ্যেই তাদের প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের কোর্স সমাপ্ত করে সফলতার সঙ্গে। এ পর্যন্ত ৫টি ব্যাচের সর্বমোট ৬৯ জন ছাত্রছাত্রী এ প্রতিষ্ঠান থেকে নির্ধারিত সময়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে নিজস্ব পেশায় যোগদান করেছে।

জনসংখ্যাবহুল বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবার মান এমনিতেই উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যেও নিচের সারিতে, এর মধ্যে Dental Health-এর ক্ষেত্রে এই অবস্থান আরও খারাপ। বাংলাদেশের ৭০/৮০% মানুষ বিভিন্ন রকম দন্তরোগে আক্রান্ত। কিন্তু ভাল দন্ত চিকিৎসকের অভাবে তারা সঠিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশের প্রতি ১ লাখ ৫০ হাজার লোকের জন্য একজন করে ডেন্টাল সার্জন রয়েছে। এ দেশের ৯০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। ভাল দন্ত চিকিৎসকের অভাবে তারা কবিরাজের ঝাড়-ফুঁক ও গাছগাছড়ার ওপর নির্ভরশীল। এতে দাঁতের সঠিক চিকিৎসা তো হয়ই না বরং অকালে দাঁতের মত মূল্যবান সম্পদ হারাতে হয়। দেশের এই সমস্যার কথা চিন্তা করতেন কয়েকজন তরুণ ডেন্টিষ্ট ছাত্রাবস্থায়ই। তাদের অন্যতম ছিলেন ডাঃ রকিবুল হোসেন রুমী, ডাঃ খন্দকার মোহাম্মদ শফিকুর রহমান, ডাঃ জাহাঙ্গীর কবির। ছাত্রাবস্থায়ই তারা ভেবেছিলেন সরকারী চাকরিতে না গিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দেশে অধিক ডেন্টাল সার্জন তৈরী করা। ঢাকা ডেন্টাল কলেজ থেকে পাস করার পর তারা প্রত্যেকেই মূল লক্ষ্য নিয়ে এগুতে থাকেন। অবশেষে স্বপ্ন সফল হয় ১৯৯৫ সালে। ১১১, মালিবাগ ডিআইটি রোডে নিজস্ব ৭ তলা ভবনে তারা গড়ে তোলেন বহুদিনের স্বপ্ন লালিত পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজ। ১৯৯৫ সালের ১ নভেম্বর প্রথম ক্লাস শুরু হয় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির। পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজ বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী ডেন্টাল কলেজ। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। শুরুতেই কলেজটি বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের অনুমোদন পায়। প্রতি ব্যাচে ৬০ জন করে সর্বমোট ৩০০ ছাত্রছাত্রী বর্তমানে এ কলেজে পড়াশোনা করছে। এদের মধ্যে প্রায় অর্ধশত বিদেশী ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এরা নেপাল, মালয়েশিয়া, ভারত, ইয়েমেন, ইরান প্রভৃতি দেশের নাগরিক। পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজে সার্বক্ষণিক এবং ভিজিটিং মিলে মোট শিক্ষকের সংখ্যা ৫৪ জন।

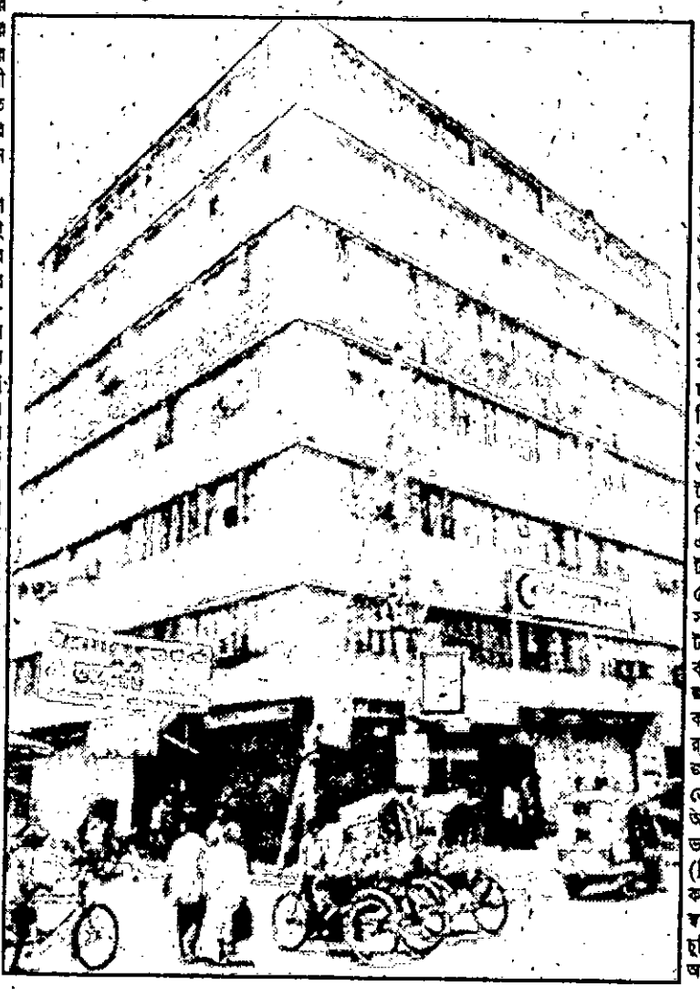

এ কলেজের লাইব্রেরীতে একসঙ্গে ৩০ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করতে পারে। লাইব্রেরীতে ১ হাজার টেক্সট বই এবং ৮৬৬টি দেশী-বিদেশী জার্নাল আছে। এছাড়াও ২৫টি ভিডিও, ২০টি সিডি আছে। তবে আসনসংখ্যা আরও বৃদ্ধির প্রয়োজন বলে ছাত্রছাত্রীদের ধারণা। লাইব্রেরীর একটি কক্ষ একাডেমী অব ডেন্টিসট্রি ইন্টারন্যাশনাল (এডিআই)-এর সদস্য স্টিফেন বি ম্যাকলার (Stephen B Makler)-এর নামে নামকরণ করা হয়েছে। তিনি এই কলেজের লাইব্রেরীর জন্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেক বই দান করেছেন। ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য আধুনিক ফিজিওলজি ও বায়োকেমিষ্ট্রি ল্যাব, সায়েন্স অব ডেন্টাল মেটেরিয়ালস, প্যাথলজি ও মাইক্রো বায়োলজি, ফার্মাকোলজি, প্রসথেটিক্স ল্যাব ও ডিসেকশন রুম আছে। লেকচার রুমে অডিও-ভিডিও প্রজেকশন, ভিসিডি দেখানো এবং সাউন্ড সিস্টেম সুবিধা আছে। এছাড়াও অডিটোরিয়াম, ক্যান্টিন, ছাত্রছাত্রীদের জন্য কমন রুম আছে। দূরের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে পৃথক হোস্টেলে ৬০ জনের আবাসিক সুবিধা আছে।

কলেজের নিজস্ব হাসপাতালে আগত রোগীদের চিকিৎসা করিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বাস্তব জ্ঞান অর্জন করানো হয়।

এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় সর্বমোট ১৩০০ নম্বর প্রাপ্ত বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা এই কলেজে ভর্তির আবেদন করতে পারেন। তবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বায়োলজি থাকতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে মাসিক ২৫০০টাকা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে ৪৫০০ টাকা করে-টিউশন ফি দিতে হয়। ভর্তির সময় এককালীন বেশকিছু টাকা নেয়া হয়। সর্বনিম্ন ৫০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ সাড়ে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত নেয়া হয় বলে ছাত্রছাত্রীরা জানায়। এ ব্যাপারে কলেজের সভাপতি ডাঃ রকিবুল হোসেন রুমী জানান, আমেরিকান ডেন্টাল এসোসিয়েশনের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হেলথ ভলেন্টিয়ার ওভারসিজ (HVO)-এর সাথে এই কলেজের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির ফলে তারা আমাদের কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ ও ইন্সট্রুমেন্ট দিয়ে সহায়তা করবে। কলেজের সমস্যা সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকার ইতিপূর্বে বসুন্ধরায় একটি প্লট বরাদ্দ দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আবার রহস্যজনক কারণে সেই বরাদ্দ বাতিল করে এমন সব প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়েছে, যাদের কোন বাস্তব অস্তিত্বই নেই। তারপরও আমরা কলেজের একটি নিজস্ব ক্যাম্পাস তৈরীর জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি। ছাত্রছাত্রীদের উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য প্রায়শ এখানে বিদেশী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়ে আসা হয়। ভবিষ্যতের লক্ষ্য সম্পর্কে ডাঃ রুমী বলেন, আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য বাংলাদেশে একটি পূর্ণাঙ্গ সর্বাধুনিক ডেন্টাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এর মাধ্যমে দেশের মানুষের দন্ত ও ওরাল ডিজিজের সুষ্ঠু চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা।

❑ শিক্ষাঙ্গন রিপোর্ট